❝The Law of Constitution ; ইব্রাহিম হোস্টেল দাওয়াহ কমিউনিটি❞

আাসসালামু আলাইকুম, হে কবরের পথিক, তুমি কি পারবে মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে, যদি তুমি নাই বা পারো তবে কেন দুনিয়ার মায়ার পেছনে এত সময় ব্যয় করে চলেছো?
যুবক হে, তোমাকে বলছি, আর কত? থামো!
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ❝ঐ ব্যক্তির কথা থেকে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ডাকে; নিজেও নেক আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলানের অন্তর্ভুক্ত।❞
(সূরা হা-মিম আস-সাজদাহ : ৩৩)

দেখো যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়, পথ ভোলা মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, তার মর্যাদা কত বড়, সুবহানআল্লাহ! শুধু তাই নয় এক হাদিসে আছে, ❝কেউ হেদায়েতের দিকে আহ্বান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে। তবে যারা অনুসরণ করছে তাদের সওয়ারের কোনো কমতি হবে না।❞ (সহিহ মুসলিমঃ ২৬৭৮)

ওহে যুবক বুঝতে পারছো, ব্যাপারটা ? ধরো, তুমি কয়েকজনকে দাওয়াত দিলে, এই কয়েকজন আবার আরও কয়েকজন কে দাওয়াত দিল, তারা আবার কয়েকজনকে..... এভাবে চলতে থাকলে কত বিশাল সওয়াবের অধিকারী তুমি হচ্ছো, হিসাবে মিলাইতে পারবা? কত সুন্দর ব্যবসা তাই না! হ্যা, জেনে রেখো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এই সব হিসাব কিছুই না, তিনি যাকে চান বে-হিসাবে দান করেন।

ব্যস! একটু কষ্ট, একুট মেহনত! অপেক্ষা! তারপর? এমন এক জান্নাত আল্লাহ্ তোমাকে দিবেন যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন শুনে নি, কোনো অন্তর কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি, সুবহানআল্লাহ! এত এত নিয়ামত, সেখানে তুমি যা চাবে, তাই পাবে।

ভাই তুমি দুনিয়ায় কি দেখে যেন পাগলপাড়া হয়ে গিয়েছিল, যৎসামান্য সুন্দরী? কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে নফসকে নিষেধ করেছিল। হে **জান্নতি হূরের শুভাকাঙ্ক্ষী** তোমাকে বলছি, এক হাদিসে আছে, ❝জান্নাতি কোনো নারী যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সবকিছু চেয়ে উত্তম❞। (সহিহ বুখারিঃ ২৭৯৬)

এবার ক্ষান্ত হও! আচ্ছা,কোথায় জানি ছিলাম। ও হে! কাম টু দ্যা পয়েন্ট! আমরা দ্বীনি পরামর্শ সাপেক্ষে ইব্রাহিম হোস্টেলে সাপ্তাহিক শনিবার বাদ মাগরিব দাওয়াহ ও তালিমের ব্যবস্থা করেছি। তোমাদের সবার জন্য উন্মুক্ত। এখানে এই কাজের কিছু তরতিব (নিয়ম-কানন) উল্লেখ করছিঃ

|| ধারাবাহিকতা ||

❝ **গাসত → মাগরিব নামাজ → এলান → তালিম → বয়ান → মাশওয়ারা → মেহমানদারী** ❞

~ মাশওয়ারা তে যা উল্লেখ থাকবে ~

১। দাওয়াত – সবাই, ইনশাআল্লাহ।
২। জিম্মাদার –
৩। এলান –
৪। তালিম –
৫। বয়ান –
৬। খেদমত – i) –
ii) –
iii) –
৭। গাস্তের আদব –
৮। মুতাকাল্লিম –
৯। রাহবার –
১০। আমল স্মরনকারী –

~ আমলগুলোর পরিচয় ও তার কাজ ~

জিম্মাদারঃ পরামর্শের সাপেক্ষে একজন সুস্থ বিবেক-বান বালেগ পুরুষ/ভাই জিম্মাদার থাকবেন। উনার কাজ হচ্ছে পুরো এক সপ্তাহে হোস্টেলের যাবতীয় দ্বীনি কাজে গাইডলাইন করবে।
এলানঃ এলান অর্থ আহ্বান করা, ডাকা। যার এই দায়িত্ব থাকবে, সে ঐ দিন শনিবার মাগরিবের ফরজ নামাজ আদায় হওয়ার পর দাঁড়িয়ে এই কথা বলবে যে, ❝ইনশাআল্লাহ। বাকি নামাজ পর তালিম ও ইমান-আমলের মেহনত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হবে, সবাই বসলে বহুত ফায়দা হবে।❞
তালিমঃ শেখা-শিখানো, জানা-জানানো কে তালিম বলে। তালিম হচ্ছে মাসজিদে নববির একটি বিশেষ আমল যার দায়িত্বে তালিম থাকবে সে বাকি সুন্নাত নামাজের পর ফাযায়েলে আমল অথবা ফাযায়েলে সাদাকাত বই থেকে কয়েক পৃষ্ঠা তালিম করবে, এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে ভালো হয় যে কোন টপিকস তালিমের সময় পড়বে, এতে জড়তা দূর হবে, নিজের বোঝে আসবে।
বয়ানঃ তালিমের পর কিছুক্ষন ঈমান ও আমলের মেহনত সম্পর্কিত দ্বীনি কথা বার্তা হবে। আপাতত একজনের নাম লিখে রাখবে, মারকাজ থেকে বা বড় ভাই বা মুরুব্বি এসে বয়ান করবে, যদি কোনো সময় না আসে তখন তোমরা কেউ একজন যে মোটামোটি বলতে পারে সে বলবে। আর এ নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে নাহ, আমরা তো আছিই, ইনশাআল্লাহ।
খেদমতঃ যাদের দায়িত্ব এই আমল থাকেবে, তারা তালিমের পর আলাদা হয়ে যাবে এবং কিছু হালকা মেহমানদারির ব্যবস্থা করবে। এইটা নিয়ে আগে থেকেই জিম্মাদার ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে নিবে, যে কি করা যায়। আর এইটা নিয়েও চিন্তা করতে হবে নাহ, ইনশাআল্লাহ।
গাস্তের আদবঃ গাসতের আদর বলার সময় যার এই আমল থাকবে সে এতটুকু বলবে (মুখস্ত করে নিবে), ❝আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যিনি আমাদের দুনিয়াবি কাজ থেকে ফারাগ করে কিছু দ্বীনি-কথাবার্তা বলা-শোনার তাওফিক দান করেছেন। সবাই শুকরিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই দ্বীন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে খুবই প্রিয় মাহবুব। এই দ্বীনি কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অনেক নবি রসুলগণ প্ররণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের সূরা হা-মিম আস-সাজদাহ এর ৩৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন, “ঐ ব্যক্তির কথা থেকে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে; নিজেও নেক আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলানের অন্তর্ভুক্ত”। তো ভাই এই কাজের অনেক লাভ, তার মধ্যে একটি লাভ এই যে, দ্বীনি কাজে এক সকাল ও এক বিকাল ঘোরাফেরা করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম বদলা

আল্লাহ্ তায়ালা তার আমলনামায় দান করেন, সুবাহানআল্লাহ। তো ভাই, এখন গাসতে যাওয়া যায়, ইনশাআল্লাহ।❞ অতঃপর গাসতে যাবে।

মুতাকাল্লিমঃ গাসতে গিয়ে দাওয়াত দিবে। বেশি কিছু বলার দরকার নেই, যদি কিছু নাই পারো, তবে শুধু এতটুক বলবা যে, ❝আসসালামু আলাইকুম ভাই, আজকে শনিবার হোস্টেলের নিচতলায় মাগরিব নামাজের জামাত ও তালিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তুমি আসলে বহুত খুশি হবো, ইনশাআল্লাহ।❞ অতঃপর অন্য রুমে...।

রাহবার: গাসতে গিয়ে সে অন্যদের দরজায় নক দিয়ে এবং সালাম দিয়ে বলবে যে, ❝ভাই একটু সময় দিলে ভালো হয়❞। অতঃপর মুতাকাল্লিম ভাই দাওয়াত দিবে।

আমল স্মরণকারী: তার কাছে ঐ দিনের খাতা থাকবে এবং সে কার কি আমল স্মরণ করাই দিবে, যাতে কেউ ভুলে না যায়। যদি কেউ বলে যে ঐদিন আমি থাকতে পারবো নাহ মনে হয়, তাহলে সে তাকে বলবে, অন্য কাউকে এই আমলের জিম্মাদারি দিয়ে গেলে ভালো হয়।

~ যেভাবে করতে হবে (বিস্তারিত) ~

|| গাসত ||

আসর নামাজ মাসজিদ থেকে পড়ে আসার পর হোস্টেলের নিচ তলায় একটা জায়গায় বসে যার গাসতের আদবের আমল ছিল সে বলবে অন্যরা শুনবে। এক্ষেত্রে হোস্টেলের আরও সাথী ভাইকে গাসতের আদবে বসার জন্য বলতে পারো। গাসতের আদব শেষে রাহবার ও মুতাকাল্লিম সবাইকে নিয়ে দাওয়াতে বের হবে। রাহবার ভাই সবার আগে থাকবে, তারপর মুতাকাল্লিম, তারপর মামুর (অন্যান্যরা), শেষে জিম্মাদার। দাওয়াত চলাকালীন শুধুমাত্র রাহবার, মুতাকাল্লিম ও জিম্মাদার কথা বলতে পরবে, অন্যানারা চুপ থাকবে, মনে মনে যিকির করবে এবং দোয়া করবে। চেষ্টা করবা সবার রুমে দাওয়ার পৌঁছানোর। এভাবে গাসত শেষ করবা।

|| তালিম ||

তালিমের আদব:

১। সুন্নাত তরিকায় বসবে,
২। অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে বসবে, যে তালিম করবে তার পিছনে না বসা, হেলান দিয়ে না বসা,
৪। মনোযোগ সহকারে শোনা,
৫। নিজে আমলের নিয়তে শোনা,
৬। অপর জনকে পৌঁছানোর নিয়তে গোনা,
৭। যে তালিম পড়বে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে শোনবে।

তালিমে কখন কি বলব:

১। আল্লাহ্ তায়ালার নাম আসলে আল্লাহ্ জাল্লা শানহু বলবে,
২। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম আসলে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবে,
৩। অন্যান্য নবী রাসূলগণের নাম ও ফেরেশতাদের নাম আসলে আলাইহিস সালাম বলবে,
৪। পুরুষ সাহাবীর নাম আসলে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলবে, মেয়ে সাহাবির নাম আসলে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলবে,
৫। কোনো বুযুর্গ যিনি মারা গেছেন তাদের নাম আসলে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলবে, কোনো বুযুর্গ যিনি বেঁচে আছেন নাম আসলে দামাত বারাকাতুহুম বলবে,
৬। আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী, তাঁর সৃষ্টির কোনো ভালো ও আশ্চর্যজনক বিষয় শুনলে সুবাহানাল্লাহ বলবে, খারাপ কথা শুনলে বা কোনো আজাবের কথা বা এ জাতিও কিছু শুনলে নাউজুবিল্লাহ বলবে, আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব সম্পর্কিত কিছু শুনলে আল্লাহু আকবার বলবে। এছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে আলহামদুলিল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলবে।

<u>তালিমের লাভ এবং ফায়দাঃ</u> তালিমের অনেক লাভ ও ফজিলত রয়েছে, কিছু লাভ ও ফজিলত এই,
১। যেখানে তালিম হয় সেখানে সকিনা নামক বিশেষ রহমত নাজিল হয়,
২। অজ্ঞতা, মূর্খতা, জাহিলিয়াত, বদদ্বীনি দূর হয়,
৩। অজানা বিষয় জানা যায়, ফলে আমল করতে ভালো লাগে, মোটকথা ঈমান উন্নত ও মজবুত হয়।

|| মাশওয়ারা ||

মাশওয়ারা অর্থ পরামর্শ করা। মাশওয়ারা আল্লাহ্ তায়ালার এক পছন্দনীয় আমল, নবী রাসুলগণের সিফাত। মাশওয়ারা করে কাজ করতে আল্লাহ্ তায়ালা উৎসাহিত করেছেন । দ্বীনি কাজে মাশওয়ারা করে কাজ করা ফরজ (আবশ্যক), দুনিয়াবি কাজে মাশওয়ারা করে কাজ করা সুন্নাত।

<u>মাশওয়ারার আদব:</u>
১। গোলাকার হয়ে বসবে।
২। প্রথমে কারগুজারি শুনতে হবে, জিম্মাদারের ডান পাশ থেকে গত পুরো সপ্তাহের মধ্যে কে কোন মেহনত করছে, কাউকে দাওয়াত দিছে কিনা ইত্যাদি। তবে কখনো তার ব্যক্তিগত আমল যেমন সে নামাজ পরছে কিনা, তাহাজ্জুদ পড়ছে কিনা, এরকম কিছু বলবে নাহ, তার ব্যক্তিগত আমল সে অবশ্যই করবে, কিন্তু তা এখানে বলবে নাহ। বরং সে অন্য জনের উপর কি মেহনত করেছে তা বলবে। যেমন এরকম, ❝আলহামদুলিল্লাহ, আমি প্রায় ১০ জনকে নামাজের দাওয়াত দিয়েছি, আমি ৫ জনকে দ্বীনি দাওয়াত দিছি, এইটা ঐটা শিখছি, ইত্যাদি।❞
৩। সমস্ত সাথী ভাইয়ের খেয়াল নিয়ে একজন জিম্মাদারি নির্বাচিত করতে হবে। চাইলে গত সপ্তাহের যিনি জিম্মাদারি ছিলেন উনিই ফায়সালা দিতে পারেন, যে কে আজকের জিম্মাদার হবেন অথবা সবার খেয়াল নিতে পারেন, যার খেয়াল বেশি আসবে তাকেও জিম্মাদার দিতে পারেন অথবা তিনি যাকে দিলে ভালো মনে করেন, দিতে পারেন।
৪। খেয়াল দেওয়ার সময় জিম্মাদারের ডান পাশ থেকে শুরু হবে, খেয়াল দেওয়ার সময় এই রকম বলবে যে, ❝ইনশাআল্লাহ, অমুক ভাই জিম্মাদার থাকতে পারেন❞।
৫। জিম্মাদার নিযুক্ত হবার পর, জিম্মাদার নিজেই অনন্যা আমল কে কোনটা করবে তা ফায়সালা করে দিবেন।
৬। যদি কেউ কোনো আমল করতে ইচ্ছুক তাহলে সে এভাবে বলতে পারে যে, ❝ইনশাআল্লাহ, আমি এইটা করতে পারি❞ বা অন্য ভাইকে ইশারা করে, ❝ইনশাআল্লাহ, অমুক ভাই এই আমল করতে পারেন❞। তখন জিম্মাদার যাকে চান আমল দিতে পারেন।
৭। কারো প্রতি হিংসা করা যাবে না, সবার মধ্যে মিল মহব্বত থাকতে হবে। যে যেই আমলই পাবো তা নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি না হয়।
৮। যদি কখনো বেশিদিন কলেজ বন্ধ বা সময় পাওয়া যায় তাহলে তিন দিনের জামাতের ফিকির করা।
৯। মাশওয়ারার আগে মাশওয়ারা না করা এবং মাশওয়ারা হওয়ার পর সমালোচনা না করা। ১০। যিনি এই আমল গুলো লিখবেন, মাশুওয়ারা শেষ হলে খাতা দেখে একবার সবার আমল গুলো, কে কোন আমল পেল তা পড়ে শুনিয়ে দিবে। অতঃপর খাতা আমার স্মরণকারীকে দিয়ে দেওয়া।

১১। এভাবে মাশওয়ারা শেষ করবে।

বিশেষ নসিহতঃ হে যুবক, তুমি ভাবছো এত কিছু কেমন করব, আমার পড়লেখা! দেখ ভাই সপ্তাহে টোটাল ৭ দিন থেকে মাত্র এই ৩০/৫০ মিনিট আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় দাও, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে এত এত বেশি দিবেন যে তুমি খুশি হয়ে যাবা, ইনশাআল্লাহ।

Erag Goshih

Muhammad Erag Goshih
Former CEO, iErTA